প্রচোদনা

স্বামীজীর বাণী তরুণদের অনুপ্রেরণা জোগায়

স্বামী স্মরণানন্দ

[সদ্যঃপ্রয়াত পরমপূজ্যপাদ সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজের স্নেহ নিবোধত-কে ধন্য করেছে বহু বছর ধরে। উপদেশ, পরামর্শ, কঠিন সময়ে সহযোগিতা—তাঁর কাছ থেকে সবই লাভ করেছে আমাদের পত্রিকা। এই প্রবন্ধটি তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে নিবোধত-র শ্রদ্ধাবিনম্র অর্ঘ্য।

পূজনীয় মহারাজের 'Musings of a Monk' গ্রন্থের একমাত্র এই প্রবন্ধটিরই ('Swamiji Can Inspire the Youth') অনুবাদ এ-যাবৎ অপ্রকাশিত। এটি অখিল ভারত যুবমহামণ্ডলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ, 'Vivek-Jivan' পত্রিকার জানুয়ারি ১৯৮৫ সংখ্যায় প্রকাশিত এবং **সুমনা সাহা** কর্তৃক অনূদিত।—সম্পাদিকা]

১৯৮৫ সাল আন্তর্জাতিক যুববর্ষ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে এবং ভারতে, ১২ জানুয়ারি—ইংরেজি তারিখ অনুসারে স্বামীজীর জন্মদিনটি—যুবদিবস হিসাবে পালিত হতে চলেছে। এ একটি আশ্চর্য সমাপতন মাত্র নয়, বরং যথাযোগ্য ব্যাপার। আমরা বরাবর জোর দিয়ে বলে এসেছি যে, স্বামী বিবেকানন্দই ভারতীয় যুবসমাজের নায়ক।

আমরা 'তপস্যা' সম্বন্ধে শুনে থাকি। তপস্যা নানারকম হয়। 'তপস্যা' শব্দটিকে ব্যাখ্যাও করা হয় নানাভাবে। তপস্যা যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য হয়, তবে তা জ্ঞানময়ী তপস্যা, অর্থাৎ জ্ঞানের জন্যই তপস্যা। আচার্য শঙ্কর তপস্যাকে কয়েকটি ক্ষেত্রে ধ্যান রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। সাধারণভাবে তপস্যা বলতে আমরা দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধন বুঝি। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সবধরনের তপস্যারই প্রয়োজন, শুধু এই শিবিরেই নয়, এখান থেকে ফিরে গিয়েও প্রয়োজন। সমগ্র জীবনই তপস্যায় পরিণত হওয়া দরকার।

এখন, তপস্যার জন্য—বিশেষ করে ধ্যানের জন্য—আমাদের একটি আদর্শের প্রয়োজন, একজন নায়কের প্রয়োজন, একটি প্রতীকের প্রয়োজন। আর বিশেষত ভারতীয় যুববৃন্দের জন্য—এমনকী আমি বলব সমগ্র বিশ্বের যুববৃন্দের জন্যও—সেই প্রতীক, সেই আদর্শটি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। দুর্ভাগ্যবশত বিরাশি বছর আগে স্বামীজী যখন স্থূলদেহে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন, কীভাবে যেন

ওই কথাটি আমরা ভুলে গিয়েছিলাম; আমাদের যুবসমাজ স্বামীজীকে তাদের নায়ক বা নেতারূপে গ্রহণ করেনি। কিন্তু আজ মানুষ এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করেছে, আজ এটি অবশ্য প্রয়োজন। হয়তো সে-কারণেই ভারত সরকার ১২ জানুয়ারি—স্বামীজীর জন্মদিনটিকে যুবদিবসরূপে ঘোষণা করার কথা ভেবেছেন। অতএব দীর্ঘকাল পরে অবশেষে জাতীয় স্তরে স্বামী বিবেকানন্দকে যুবনেতা হিসেবে ঘোষণার বিষয়টি গৃহীত হয়েছে এবং গত সতেরো বছরেরও বেশি সময় ধরে 'বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল' ঠিক এই ভাবটিই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যুবসম্প্রদায়ের মনে প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছে।

আমাদের সকলের আশা যে, আমরা যতই অগ্রসর হতে থাকব, স্বামীজী আমাদের প্রেরণা দেবেন ও পথ দেখাবেন। তাঁর চিন্তারাশির বিস্ময়কর ক্ষমতা আছে। স্বামীজী কত না ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মানুষকে অনুপ্রেরণা জোগাতে পারেন!

এক ভদ্রলোকের বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলির কেবল প্রথম খণ্ডটি ছিল। তাঁর অল্পবয়সি ছেলের বইটি এতই পছন্দের ছিল যে, সে বারবার বইটি পড়ত। ভদ্রলোক ভয় পেলেন, ছেলে বুঝি ওই বই পড়ে সাধু হয়ে যাবে। তিনি আপনমনে বিড়বিড় করতেন : ''যে বই পড়ে আমার ছেলে সংসারত্যাগ করতে পারে, সেই ভয়ংকর বইয়ের কোনও দরকার আমার নেই।'' কেবল এই ভয়ে একদিন তিনি সেই বইখানা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

আর একজন সেই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বইটি দেখতে পেয়ে তুলে নিলেন এবং ঘরে নিয়ে এলেন। বইটি তিনি পড়লেন এবং বারবার পড়েই চললেন। তারপর তিনি সেই বইটি কিনতে আরম্ভ করলেন—কিন্তু কেবল ওই প্রথম খণ্ডটি। একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি অন্যান্য খণ্ড কিনতে আগ্রহী হচ্ছেন না কেন। উত্তরে তিনি বললেন, ''না, এই খণ্ডটি থেকে আমি যা পেয়েছি, তা আমার সমস্ত জীবনের জন্য যথেষ্ট। বিবেকানন্দ সম্পর্কিত আর কোনওকিছুই আমার পড়বার দরকার নেই। এটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট খোরাক।'' অতএব তিনি স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলির কেবল প্রথম খণ্ডটি প্রচুর কিনে চললেন, এবং বইগুলি বহু মানুষকে উপহার দিয়ে চললেন। অনেক বছর পরে, এমনই একটি বই এক তরুণ ডাক্তারের হাতে এসে পড়ল। অনেকদিন আগে তাঁর বাবা সেই ভদ্রলোকের কাছ থেকে উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন বইটি। তরুণ ডাক্তার সেই বইটি পড়লেন এবং অবশেষে তাঁর জীবনের এক অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর পেলেন। তিনি অতঃপর সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন।

আমি বলছি না যে, সবাইকেই সন্ন্যাসী হতে হবে। আমার বলার অর্থ হল, তরুণ প্রজন্ম স্বামীজীর কাছ থেকে ভাবনার খোরাক পেতে পারে—কীভাবে প্রকৃত দেশপ্রেমিক হওয়া যায়, কীভাবে প্রকৃত অর্থে দেশের সেবা করা যায়, কীভাবে আত্মোন্নতি করা যায়, এবং কীভাবে সত্যি সত্যি ঈশ্বরের সেবা করা যায়। এই সমস্ত ভাব ও আদর্শ আমরা পেতে পারি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে।

এখানে যুব মহামণ্ডলের পুরনো সদস্য যাঁরা আছেন, তাঁরা ইতিমধ্যেই এ-সম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন। শিবিরে নতুন যারা এসেছ, এখানে তোমরা পরবর্তী পাঁচ দিনে এই ভাবাদর্শগুলি সম্পর্কে আরও বেশি করে জানবে।

আমি প্রার্থনা করি, তোমরা সকলেই স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠো, অনুপ্রাণিত হও এবং ফিরে গিয়ে আদর্শ জীবনযাপন করো, জীবনে একটি দাগ রেখে যাও। স্বামী বিবেকানন্দ এটিই চাইতেন—জগতে এসেছ যখন, এখান থেকে বিদায় নেওয়ার আগে এমন কিছু করো যাতে একটি চিহ্ন রেখে যেতে পার।